কাঁচের চুড়ি

কলম

কয়লার দাম এত বেড়ে যাওয়াতে এখন বড়গুলে আগুন দিতে হয়। এবারের গুলগুলো একদম ভালো নয়। বেশী ধোঁয়া হয়, ধরতে দেরী হয়। পটপটে হাত পাখা নাড়তে নাড়তে হাত ব্যাথা হয়ে গেল রাধিকার, অর্থাৎ এবাড়ীর ছোট বোন রাধার। ওদিকে ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে চলল। আগুনটা ধরে গেলে ভাত বসিয়ে নারায়ণের পূজার জোগাড় করতে ঠাকুরঘরে ছুটতে হবে। তারপর, সেখান থেকেই হাঁকডাক শু হয়ে যাবে। বৌদিরা একে একে উঠবেন, তারপর দাদারা। ওদিকে মায়ের দ্রাক্ষের মালা, গঙ্গার জল। মেজদার দাড়ি কামানোর গরম জল। মেজদির কলেজের জোগাড়, তিন দাদার চাকরীর জোগাড়, ভায়ের দোকান যাবার তাড়া, বড়বৌদি আর সেজবৌদির অফিস স্কুল। তারপর ইত্যাদি। এর শেষ নেই। কোনদিন শেষ হবেও না। আর এই সংসারের সমস্ত ক াজের সঙ্গে রাধা হয়তো বা সম্পূর্ণ নয়তো বা কেবল শু করে দেবার জন্য জড়িয়ে রয়েছে।

আজকেও শিবমন্দিরে যাওয়া হয়ে উঠলো না। দিনের এ কাজটা রাধার একেবারে নিজের কাজ। কারণ বিবাহযোগ্যা মেয়েরা আর কিছু না করলেও এটি পরীক্ষার পড়ার মত তৈরী করে, কিন্তু রাধার তারও সময় হয় না। ঠাকুর ঘরের জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের থিয়েটার শু হয়ে যায়, আর সবাই যে যার ডায়ালগের জন্য প্রমটারের কাছে ছোটে। রাধা সম্পূর্ণ নাটক মুখস্থ করে নিজেই সবার ভূমিকার কথা জুগিয়ে যায়। এক বিন্দু কোন নড়চড় হয় না।

আজ প্রথম বড়দারই গলার আওয়াজ পেল। ছটায় বড়দার লেটনাইট ওয়াকিং শু হয় পার্কে। শহরের পাতাল গলিতে অবশ্য সূর্য্য প্রায় দু-এক ঘন্টা লেটে দেখা দেয়। তার ভেজানো ছোলা রাধা রান্না ঘরের সামনে রেখে এসেছিল চাপা দিয়ে, কিন্তু আখের গুড়ের জন্য চিৎকার শু হল। ঠাকুর ঘর থেকে নেমে এসে নারায়ণের খাবার হাতে বড়দার জন্য আখের গুড়ের কৌটায় হাত ঢোক াল, চারটে পিঁপড়ে জড়ানো আখের গুড় উঠল।

কালো আখের গুড়ের উপর রাগ করে বড়দা সাত সকালেই রাধার দিকে রাগ করে তাকাল। তারপর শুধু ছোলা ট্রাকস্যুটের পকেটে রেখে রাস্তায় পা দিল। রাধার কিন্তু এখন মুখটা বেশ ভালই লাগল।
'রাধা ---- মা আমার কোথায় গেলি?'----
অসুস্থ মা চিৎকার করছেন, রাধা ছুটলো, তাকে হাত ধরে বাথমে পৌঁছে দিয়ে আসতেই দুই বৌদি নামল বেড টি-র জন্য, রাধা চ ায়ের জলে চা দিয়ে পল্টু ,বিল্টুদের ঘুম থেকে তুলতে উপরে গেল।
মেজদা ঠাকুরের মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠে চোখ বুজে ঘরের বাইরে বের হন, কারণ তাঁর বিশ্বাস যে মেজ বৌদির মুখ দেখলেই অফিসে দিন বাজে যায়, আর রাধার শ্রীমুখ দেখলেই উপরির অঙ্ক বেড়ে চলে।
মেজদার পাশের ঘরে পল্টু আর বিল্টু হাত-পা গুটিয়ে মেঝেতে পড়ে ছিল। পল্টুর পা টা মশারীর থেকে বের হয়ে এসেছে, বিল্টু উপুর হয়ে পড়ে আছে ওদের দিদির বিছানা আগেই গুটানো রয়েছে।
রাধা ওদের মশারীর ভেতরে ঢুকে ওদের ডাকতে শু করল। তারপর শতচেষ্টায় অসম্ভব হয়ে উঠলে ওদের সুড়সুড়ি দিল রাধা, ওরা দুজনে দিদির কোমর জড়িয়ে কোলে মুখ লুকিয়ে শুয়ে রইল। এ ওদের ছোট বেলার স্বভাব। বয়সের বাড় দ্রুততর হলেও সকালের এ ভালবাসা এরা রোজ বিনিময় করে, ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে রাধা উঠে ব্রাসে মাজন লাগিয়ে দিয়ে যখন নীচে আসে তখন চ াতক পাখির মত সারা বাড়ীর সবাই, এমন কি বাসন মাজার ভাঙা কলতলার কাকগুলোও 'চা' 'চা' করে চলেছে।

সময় ছুটতে থাকে। সাথে সাথে প্রত্যেকে দৃশ্য অনুযায়ী অভিনয় করে চলে, একে একে সবার টিফিন প্যাক হয়। বড়দের ভাতের পর পান সাজাও শেষ হয় একসময় চার দাদা যে যার কাজে রওনা হয়ে যায়। বড়বৌদি একসময় কাপড়ের কুঁচি ঠিক করে দেবার জন্য হুঁ াক পাড়ল। সেজোবৌদি স্কুল যাবার আগে দেখেন পেনে রিফিল নেই, শ্যামদার দোকানে যাবার জন্য পল্টু ব্যস্ত হয়। তার দুটো ক ারণ, একটা পড়া থেকে বিশ্রাম আর খুচরার লোভ। রাধার জন্য তাও হয় না, সে নিজেই একসময় উঠে যায়।

রান্না ছোটবৌদি করে। কানা বেগুন থেকে শাঁস ছাড়িয়ে দেয় রাধা। বৌদি তরকারীতে নুন দেন না মাঝে মাঝে, আসলে মন থাকে তার বাপের বাড়ী। সে রাধাকে তার ছোট বোনের গল্প বলে, তার শাড়ীর আলোচনা হয়, ছোটবৌদি আবার রান্না ফেলে মাঝে মাঝে রাস্তায় কলতলার আর পাঁচজন নিষ্কর্মার সাথে গল্প জুড়ে বসেন, আর তখন অস্বস্তি হয় রাধার।

ছোটবোন দীপিকা অর্থাৎ দীপাকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে হঠাৎ কি একটা লুকিয়ে পড়ার বই খুলে বসে। রাধা সেই গোপন কাগজ সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখায় না, কিন্তু তাকে ভয় পাওয়ার লক্ষণ দেখে ধমক দিতে সাহস পায় না।
বড়বোন লিপিকার খোঁজ মেলে ছাদে। কাজের সময় লিপিকা কেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ছাদে। রাধাকে দেখে একটিবার ভালবাসার হাসি হেসে নেমে গেল দিদি। রাধার চোখে পড়ল, দিদির সামনের মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। তার পড়েই সজলদার কথা, অর্থাৎ হারানো জামাইবাবুর মুখটা মনে পড়ে যায়। দিদি সত্যই কি কষ্টে আছে? 'ভাবলে মনে হয় সারাদিন দিদির সাথে থাকি।'

তারপর পুবের ঘরে ছোটদার সাথে বেশ ঝগড়া হয় রাধার, মিথ্যে মিথ্যে ঝগড়া। কোনদিন যদি এটা না হয় রাধার মনে হয় , কি যেন হয়নি আজ। জোর করে বাসি পাজামাটা নিয়ে পালিয়ে এসে সাবান জলে ডুবিয়ে দেয় রাধা।

বেলা দশটায় যখন কলের জল চলে যায়, তখন মনে হয় বাড়ীর মঞ্চে প্রথম দৃশ্য শেষ হয়ে গেছে, বেশ ফাঁকা মঞ্চ। দাদারা কেউ নেই, তাদের আবদারগুলো রাধার কানে ভোঁ ভোঁ করে, মেজোবৌদির বাসন্তি রঙা শাড়ীর আঁচলের ফুলগুলো চোখের সামনে দুলতে থাকে। রাধা দুটো টি চিবিয়ে বড় বালতি হাতে কল ঘরে ঢোকে কাচার জন্য।

বেলা একটায় কলঘরে ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালতে থাকে রাধা, আর তখন কেমন নতুন আনন্দে মন ভরে ওঠে। মনে পড়ে কাল ছোটবৌদি বলেছিল তোর থেকে আমার পুচকেটাকে একটু রঙ ধার দিবি রাধা? বহুদিন নির্জনদাকে দেখেনি রাধা, মনে হল, পল্টুর ছেঁড়া বই দেখে নির্জনদার সেই রাগের মূর্তিটা । পূজায় বিল্টু, পল্টু, লিপিকা, দীপিকা সবাইকে কিছু না কিছু দিয়েছে নির্জনদা। নির্জনদা বড়লোক হলেও মন সেই তাদের মত গরীবদের কাছে পড়ে আছে। নির্জনদা কাছে থাকলে একমুহূর্তও অস্বস্তি হয় না। নির্জনদা রাজনীতি করে। রাধা মাঝে মাঝে নির্জনদার কোন কথা বুঝতে পারে না। ছোটদার ঘরে একসময় তর্ক তুঙ্গে ওঠে। ছোটদা কেবল আমাদের দেশের জন্য শান্তি খোঁজে আর নির্জনদা যেন সারা বিশ্বের সাধারণদের জন্য বলে। নির্জনদা এমন সব নেতাদের নাম বলে, রাধা কখনো তাদের নামই শোনেনি। নির্জনদা তাদের ভগবানের মত ভক্তি করে।

কাপড় শুকাতে দিয়ে রাধা নীচে খেতে নামে। সবার সামনে জলের গ্লাস দিয়ে, যখন নিজের থালায় হাত দেয়, অন্যদের খাওয়া তখন প্রায় শেষ। তবু তারা বলে রাধা কেন এত দেরী করে নামল। শুধু এই সামান্য কথাতেই রাধার মন, আর সদ্যস্নাত মুখ আলোয় ভরে ওঠে ভালবাসায়।

তারপর সমস্ত সংসার নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে। সুযোগ বুঝে নেউল দুটো এঁটো থালায় খাবার খোঁজে, বেড়ালটা ছাদে ঝিমোয় আর আকাশে ল্যাজ তুলে কাঠবিড়ালি বড়াল বাড়ীর ঘুলঘুলি থেকে কাঁপা কাঁপা শিষ দেয়। ছাদে আধভিজে কাপড়ে সমুদ্রের ঢেউ ওঠে, রাধা টিভিতে সমুদ্র দেখছে।

ছোটদি ঘরে খিল দেয়। লিপিকা পাশের বাড়ীর বৌদির কাছ থেকে আনা নতুন উপন্যাসে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে। দীপিকা মেঝেতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নীচের আর কাজগুলো সেরে উপরে উঠতেই এই অসম্ভব গম্ভীর বাড়ীটাতে রাধার মনে হয় কেবল সেই জেগে আছে।

তেতলার ঘরের জানালা দিয়ে একচিলতে আকাশ দেখা যায়। রাধা দেহের সমগ্র ভর গরাদে দিয়ে ফাঁকা শূন্যময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। মুখের হাসি কখনও তার ম্লান হয় না। সব সময় একটা তৃপ্তির প্রাচুর্য মনকে ভরিয়ে রাখে। মনে হয় এত সুখ তাকে ভগবান কি আশীর্বাদে সাজিয়ে দিল। কখনো কোনদিন তার মনে হয় না যে, পড়াশুনা প্রায় না শিখে অভাবে জর্জরিত একটা দীন সংসারে সে বিশাল একটা বোঝা। বৃদ্ধা মা থেকে শু করে পরের ঘর থেকে আসা বৌদিরা একবিন্দু রাধা ছাড়া থাকতে পারে না। সবার এত প্রয়োজনে লাগা, সবার মুখে তার নাম শোনার একটা নেশা আছে। হয়তো বা এই নেশার ঝোঁকেই সে উদয়াস্ত বিশ্রামবিহীন পরিশ্র

ম করে এবং তার প্রায় সবটাই সংসারে সবার জন্য।

রোজের মত আজও বাড়ীর সকলের জন্য তার চিন্তা হল। মনে হল, বিল্টু -পল্টু আজ ইস্কুলের টাঙ্ক করে গেছে তো? মনে হল দীপ াকে সে আকাশী শাড়িটা কিভাবে কিনে দেবে, সব পয়সা ফুরিয়ে যাচ্ছে , আচ্ছা--দিদির কোন ছেলেপুলে হত , তাহলেই দিদি অনেক সুখী হত । বড়দা , মেজদা কি করছে , টিফিন খাচ্ছে। ছোটদা নিশ্চয় দোকান বন্ধ করে সিনেমা গেছে। কাল শ্যামদার দোক ানের সামনে নতুন ছবির পোষ্টার দেখেছে, ছোটদা বলছিল হিট্ হয়েছে বইটা। আচ্ছা---ছোটদা কার সাথে সিনেমা যাবে? নির্জনদ া। না -- তা কি করে হবে? নির্জনদা এখন খুব ব্যস্ত, সামনে ভোট আসছে। নির্জনদা ভীষণ বোকা, সেদিন হাত দুটো টেনে নিয়ে বলেছিল বাসন মাজবে না হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা---হাত নিয়ে কি হবে? বাসন না মাজলে কি কাজ হয়? নির্জনদা বলছিল, রোজ রাতে কাজ ফুরোলে রাধার কথা মনে হয় আর ঘুম আসে না। রাধার মনে হল, 'আজও হয়তো ঘুম হবে না। কিন্তু এমন করলে শরীর খারাপ হবে তো --- তাহলে?'

চুপি চুপি মা'র ঘরে আসে রাধা। মা চোখ বুজে পড়ে ছিল। মা'র দিকে তাকালে রাধার চোখ জলে ভরে আসে। মার পাশে বসে রাধ া মায়ের হাতটা ধরতেই মা বলে ওঠে 'রাধা তোর কাছে দশটা টাকা থাকে তো বিকেলে দিস। এবারে অমল একশ টাকা কম দিয়েছে। বিমলও বলল টাকা বাড়াতে পারবে না ছেলের বোর্ডিং-এ খরচা আছে। এমন করলে আমার চলে কি করে? দুধের দাম ব াকী। শ্যামলের দোকানেও.....'

----ওসব কথা থাক মা। আমি বইটা পড়ে শোনাবো?
মা চুপ করলেন।
রাধা বই খুললো, তখনই লোডশেডিং হয়ে গেল। অগত্যা হাত পাখা নাড়তে হল। মা শিশুর মত কোল ঘেঁসে এসে বলে, 'সত্যিরে মা ভাগ্য করে তোর মত মেয়ে পেয়েছিলাম।' রাধার মনে হল, একবার শ্যামদার অনেক বাকী পড়ে যাওয়াতে দীপাকে যা খুশী অপম ান করেছিল। দীপার জন্য সেদিন নিপায় হয়ে রাধা নির্জনদাকে সব বলেছিল, নির্জনদা সমস্ত বাকী শোধ করে দিয়েছিল দোকানে অ ার তখন দীপা তার ছোটদিকে জড়িয়ে আদর করেছিল। সে আনন্দের পরশ কেবল অনুভব করা যায়, বলে বোঝানো যায় না।

সাড়ে তিনটের সময় কলে জল আসার সাথে সাথে আবার যেন বাড়ীটার ঘুম ভাঙল। পল্টু, বিল্টু ছুটে এল 'দিদি-' 'দিদি' করে। একে একে অভিনেতারা এল, দ্বিতীয় দৃশ্য শু হল। সবাই নিজের পার্ট ভুলে গেল, কেবল ভুলল না প্রম্পটার। সে কথা জুগিয়ে গেল, নাটক বেশ জমে উঠলো।

মায়ের হট্ব্যাগ দিয়ে সবার শেষে রাধা যখন শুতে গেল তখন বাড়ীটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। রাধা ঘাম মুছলো শাড়ীর আঁচল দিয়ে। মনে হল, সেকেলে দেওয়াল ঘড়িটাও তালে তালে তাকে ডাকছে। রাস্তায় কালু গৃহস্থের শেষ উচ্ছিষ্টর জন্য রাধাকে ডাকল আর তৃপ্তির সুরে ভালবাসা জানাল। রাধা ক্লান্ত শরীরটা টানতে টানতে যখন ঘরে এল, তখন পল্টু আর বিল্টুর মুখের দিকে চেয়ে দুটো আদরের চুমু খেয়ে রাধা নিজের বিছানায় এল। একবার বন্ধ চোখের ভেতর নির্জনদার মুখটা মনে পড়ল তারপর----দাদাদের, বৌদিদের হাসি মুখগুলো ধুপের ধোঁয়ার মত বেঁকে উঠে সব অন্ধকার হয়ে গেল কখন টের পেল না রাধা।

শ্যামদার দোকানে আজ বেশ ভীড়। আর কাজের সময় দাঁড়ানোও যায় না, রাধা হাসি মুখে দোকানের সামনে গিয়ে গুড়ের কৌটে াটা এগিয়ে দিল। শ্যামদা মোটাকেষ্টর টাকা গুনে আড়চোখে রাধাকে দেখেই প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'রোজ রোজ এমন হয় ন া?'
----কি হয় না শ্যামদা?
----'ন্যাকা খুকি', বলে বিশ্রি শব্দ করলেন শ্যামদা তাতে সবাই হেসে উঠলো, 'রোজ ধার আমি দেবো না। ফর্দ যে একমাইল লম্বা হয়েছে সে খেয়াল আছে, একবার সেই ছোঁড়াটাকে দিয়ে খুব রোয়াব দেখালি, তা সে আছে না অন্য কারোর সাথে....., কৌটো ফেলেই দোকান থেকে ছুটে বের হয়ে এল রাধা। এমন ঈঙ্গিত যে কেউ করতে পারে আর করলে কি তার উত্তর হয় তা সে কখনও জানে নি।

সারাদিন কাউকে কথাটা মুখ ফুটে বলতেও পারল না রাধা। দুপুরে মন মরা হয়ে বসেছিল রাধা একেবারে চিলেকোটার ঘরে।

একদম একা। অন্যেরা ঠিক রোজের মতই আছে।

শ্যামদার কথা ওর কানে বাজছিল, হঠাৎ কে যেন ঘরে এল। তাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলো রাধা, পরক্ষণেই মনে হল ঠিক তাকেই যেন খুঁজছে রাধা।

নির্জনদা বিছানায় বসল। রাধার পাশে। রাধার চোখে জল এসেছিল মুছে বলল, 'তুমি কখন এলে?'
-----অনেকক্ষণ -- কেবল তোমার কাছে চুপিচুপি এসেছি। একা বসে কি ভাবছ?'
মনে হল ডুকরে কেঁদে উঠবে রাধা। তবু নিজেকে সামলে চুপ করে বসে রইল।
বহুক্ষণ কোন কথা নেই। হঠাৎ নির্জনদা রাধার হাত দুটো কাঁপছে। রাধা ভাবল, নির্জনদাই তার দুঃখের ভাগিদার, হয়ত তার জন্য তাকে কত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে।
নির্জনদার চোখে একরাশ আশা নিয়ে তাকাল রাধা।
---কে এ?
মনে হল, অচেনা লোক তার ঘরে ঢুকছে তাকে একলা পেয়ে। নির্জনদা হঠাৎ কি করে বসল আর তৎক্ষণাৎ রাধার মনে হল, এ সে নয় --- যাকে সে চিরকাল চায়।
ছুটে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দেখলো দরজা বন্ধ। চিৎকার করতে গেল রাধা। আর অচেনা দৈত্যটা অদ্ভুৎ স্বরে কি বলে ওঠে। রাধা সজোরে চড় কশায় তার গালে।
ঘুরে গিয়ে ঘোর কাটে তার। সিংহের মত গর্জন করতে করতে বলে সে, 'শালা ছোটলোক, এত টাকা হাওয়ায় ওড়াতে এসেছি আমি! সতী--না? নির্জনকে চেননা তুমি--দেখ কি করি তোমার -- অশিক্ষিত.....
রাধা শেষ পর্যন্ত ঘরের শেকল খুলে বের হয়ে এল। আর মাথা ঘুরে অভ্যাসের সিঁড়ি থেকে পা খসে পড়ল। অন্ধকার পাতাল শত আঘাত পেতে পেতে গড়িয়ে পড়ল সে। যন্ত্রনার আর্তনাদে বাড়ী কেঁপে উঠলো।

---------- ---------- ---------- ----------

রাধা চোখ খুলল। সম্পূর্ণ নতুন একটা ঘরে শুয়ে আছে, সেই কড়িকাঠ নেই, চোখ নামাল রাধা তার সারা শরীরে বিধবার কাপড়। হাত তুলতে গিয়ে মনে হল হাতদুটো নেই। দেহটা শক্ত কংক্রীটে বাঁধা। চারদিকে শত শত রাধা---নির্জন-দাদা-বৌদি-মা শুয়ে আছে। গোঙানির মত আওয়াজ বের হল, 'জল' বলতে গেল সে। গলার স্বর বের হল না।

সিঁড়ি থেকে পড়ে কোমরের দুটোহাড় ভেঙে গেছে রাধার। ডাক্তার বলেছে সারতে মাস ছয় কি তারও বেশী দিন লাগবে। সারাদিন শুয়ে থাকে রাধা। চোখের সামনে বাড়ীর সেই নাটক অভিনীত হয়। রাধার মনে হয়, সমস্ত চরিত্রগুলোই প্রম্পটারের জন্য অসহায় বোধ করছে। এই তো তাদের রাধার প্রতি ভালবাসা।

সিস্টার হঠাৎ বলল, 'তোমার বাড়ী থেকে কেউ আসে না কেন? কেউ নেই?'
রাধা বলে, সবাই আছে। বড় সংসার, খুব কাজ তাই হয়তো আসতে পারে না।
একদিন বিকালে দীপা এল, মনে হল প্রচণ্ড ক্লান্ত। বাড়ীর সবার খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল রাধা।
প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করে প্রশ্ন করার পর দীপা এককথায় সবাইকে 'ভাল' বলে নিজের নিত্য-নতুন হাজার সমস্যার কথা বলতে থাকে। আর সেই অভিযোগে বাড়ীর কোন লোককে সে বাদ দেয় না, এমনকি মা'র সম্পর্কেও তার কষ্টর অন্ত নেই তা জানিয়ে গেল। আর কিছু বলার আগেই ঝড়ের বেগে চলে গেল।
রাধার মনে আবার গোধূলির আঁধার নামল। মনে হল, কেবল এই কথাটা বলার জন্যই দীপা এসেছিল, কিছু শুনতে নয়!

---------- ---------- ---------- ----------

রাধা যে কাজটা প্রায় ভুলে ছিল, এখন সেটাই রোজ তাকে করতে হয়। কেঁদে তার চোখে কালো দাগ পড়ে গেছে। চোখের সামনে

কেবল বাড়ীর সবাই অসহায় ভাবে ভাসতে থাকে। তাদের হাজার আবদার আর 'রাধা' ডাক তার কানে বাজে। এ প্রশ্নের উত্তর সে কোন দিন পায়নি যে, 'নির্জনদা কেন এভাবে জঘন্য নোঙরা কাজটা করতে চাইলো?' তবু রাধা তাকে ক্ষমা করেছে। যাকে ভালবাসা যায়, তার প্রতি অভিমান কি চিরস্থায়ী হয়? হয়তো অনুতাপে নীল হয়ে গেছে নির্জনদা, তাই একবারও হাসপাতালে আসে না। তারপরই মনে হয় নির্জনদা নিশ্চয় আসবে, এসে কি বলবে? কপট অভিমান করবে---না হাসবে?

রাধা জানে না ..... নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে তাকে কেন বাড়ী নিয়ে গেল দাদারা। কিন্তু বহু দিন পর সবাইকে দেখতে পাবে এই আশায় ব্যথা ভুলে গেল রাধা।
ষ্ট্রেচারে করে তাকে যখন নামিয়ে দিয়ে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতর, তখন সবার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিল রাধা। সবার মুখটা থমথমে--কিছু বেশী রকমের ভারাক্রান্ত, চিন্তাগ্রস্ত। মা'র চোখে জল লেগে ছিল।
ওরা রাধাকে সেই কড়িকাঠের ঘরটায় নিয়ে গেল। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। রাধা অধীর আগ্রহে সকলের জন্য অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু, কেবল ঘড়িটা টিকটিক করতে থাকল, কেউ এল না। পল্টু-বিল্টু ও এল না--একটিবারও না। রাধা স্থির হয়ে রইল। অপেক্ষা করতে করতে কখন ভিজে চোখ জড়িয়ে এল।
রাধা প্রতিদিন সকাল থেকেই বাড়ীতে চিৎকারের শব্দ পায়, কিন্তু একবারও হাসির শব্দ কানে আসে না। বৌদিদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। প্রায়শই খরচ নিয়ে দাদাদের মধ্যে চিৎকার হয়। সবাই একে অপরকে বড়লোক বলে। শোনা যায়, ছোটবৌদি বাপের বাড়ী চলে গেছে। এ সংসারের জোয়াল সে টানতে পারছে না। রাধার কাজটুকু করার জন্য দীপার সাথে দুই বৌদিকে অফিস কামাই করতে হচ্ছে। দীপা মা'কে গালি গালাজ করে। পল্টু ,বিল্টু একদম পড়াশুনা করে না, কেউ তাদের পড়তে বলেও না। সারা সন্ধ্যে টিভি দেখে, অথচ সামনে পরীক্ষা এসে গেল ---- কি করে যে কি হবে?

অভিনয়ের মঞ্চে, প্রম্পটারের অনুপস্থিতিতে সবাই ভুল পার্ট বলে, তার পরবর্তী কথায় নাটক কণ রস ছেড়ে বীররসে পাড়ি দেয়। সে নাটক শুনলে মাথা ঝিম ঝিম করে। মনে হয়, মাথার শির ছিঁড়ে যাচ্ছে।
একদিন বিকালে রাধাকে চমকে দিয়ে সেই মোটর বাইকটা এসে থামল তাদের বাড়ীর নীচে। বহুদিন পর আবার সেই অনুভূতি আর অসীম আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে রইল রাধা।
নির্জনদা আসাতে বাড়ীতে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল ঠিক, সবার আগে দীপার হাসির শব্দ পাওয়া গেল। রাধার কানে প্রথম পৌঁছালো তার স্বর, 'দীপা তাড়াতাড়ি করো, আমরা আজই যাব' দীপা বোধহয় কাপড় ছাড়তে গেল। কাপড়ের কুঁচি ঠিক করে দিতে হল না রাধাকে, চুলও বেঁধে দিতে হল না।
এক সময় আবার নির্জনদার বাইকটা গর্জে উঠলো। ছোটবৌদি বলল, 'সাবধান---এখন কিন্তু ঢের দেরী আছে বিয়ের।'
দুজনে একসাথে হাসল ওরা, দীপা বলল, 'খুব দেরী হলে চিন্তা করো না, আমি ওর বাড়ীতেই থেকে যাব।'
'আসছি বলে ওরা চলে গেল। রাধা নিষ্পলক চোখ দুটো বন্ধ করল। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

আরও কিছুদিন পর। বাড়ীটা প্রায় একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কেউ জানে না রাধা আবার একটু একটু করে উঠতে শিখেছে। সবার মুখের সেই ডাকটা বহুদিন শোনেনি রাধা।

অসীম চেষ্টায় গভীর রাতে প্রায় এক বছর পর বিছানা থেকে দাঁড়াতে পারল রাধা, প্রথমে পা দুটো কেঁপে উঠলো। জীর্ন হাতদুটো অস্বাভাবিক ভাবে দেওয়াল আঁকড়ে ধরল, কোমরের প্লাস্টার তখন নেই।

এ আনন্দ ভোলার নয়। আনন্দ যখন হৃদয় ছাপিয়ে যায়, তখন মনে হয় সবাইকে তার ভাগ দি। আনন্দে চিৎকার করে সবাইকে -- যারা তাকে ভালবাসে এবাড়ীতে---তাদেরকে চিৎকার করে জানাতে ইচ্ছে করল যে, 'তাদের রাধা আবার হাঁটতে পারছে।' সব ঘরে মায়াবী আলো জ্বলছে। রাধার মনে হল, এবাড়ীর সমস্ত মানুষ, প্রতিটি আসবাব, দেওয়ালের প্রতিটি ইঁট একাগ্রচিত্তে তার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছে।
দুহাতে দেওয়াল আঁকড়ে বড়দার ঘরের সামনে এল, তারা যেন কথা বলছে।
বৌদি বলছেন, 'তোমার আদরের বোন কি পড়ে পড়ে অন্ন ধ্বংসাবে। অতবড় মেয়ের খোরাক জোগাতে যে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো।'

দাদা বলছেন, ‘কি করি বলো---বিষ দিয়ে তো আর মেরে ফেলতে পারি না।’
পাশের ঘরের মেজদা বলছে, ‘এই সংসারটাই শেষ করল আমায় এতদিন হল একাউন্ট ফাঁকা তার উপর শুয়োরের পাল গুলোকে গেলানো.....,
মেজ বৌদি বললেন, ‘পত্রপাঠ ছোটর মত আমিও বাপের বাড়ী চললাম। তোমার ঐ আদরের বোন আজ বছর ঘুরে গেল পড়ে পড়ে গিলছে। আমাকেই দেখ হয় অফিস কামাই, নয়তো অফিস ঠেলে শুয়োরের পালের জন্য টাকা খরচ।
টলতে টলতে রাধা ছোটর ঘরে এল। ছোটদা লুকিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে শ্বশুরের টাকায়। শোনা গেল, দীপাকে নিয়ে নির্জন ভাগলেই তারাও পালাবে।
দীপা বলল, ছোটদি নির্জনদাকে নিয়ে কি না কি ভেবেছিল, নির্জনদাতো বলল, অমন অসভ্য মেয়ে খুব কমই দেখেছি।
দীপা বলল, ‘যখন কাজ দেখাতো---তখন গা জ্বালা করত, যেন কত গিন্নী, আর এখন দেখ পড়ে রয়েছে। ঘরটাতে কিছু করাই যায় না, তার উপর এতকাজের পর মুখে মুখে খাবার জোগাড় দেওয়া অসহ্য।পল্টু, বিল্টু ও তো বলছিল ‘দিদিকে হটাও। ওঘরে ক্লাব হবে। এখন সারলে হয় কোমর।’

দীপাই হেসে বলল, ‘আমার বিয়েটা হয়ে গেলে যা হবার সব হয় যেন।’
নীচে মা বিড়বিড় করে বলছেন, ‘হে ঠাকুর, একে আমিই এদের গলগ্রহ, তার উপর ওই হতভাগীকেও বাঁচিয়ে রেখেছ তুমি?’

---------- ---------- ---------- ----------
রাধার চোখদুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চাইল গা গুলিয়ে উঠলো। স্নান করার মত ঘামতে থাকল রাধা। বন্ধ হওয়া ঘড়ির কাঁটা দুটো রাগে দুদিকে বেঁকে স্থির হয়ে আছে। সিঁড়ির আলোতে নিজের ছায়া দেখে আঁতকে উঠলো রাধা---এ বাড়ীর সবার রাধা?

দুহাতে নির্জনদার দেওয়া কাঁচের চুড়িগুলোর দিকে তাকাল রাধা!
তারপর সশব্দে মাটিতে আছাড় মারল, চুড়ি গুলো খানখান হয়ে ভেঙে গেল মুহূর্তে।।